দারসুল কুরআন: গবেষক, বক্তা, সংগঠক,
শিক্ষক-ছাত্র, ইমাম ও সাধারণ পাঠকের জন্যে।

আপনার পরিচয় জানেন কী?

Do you know yourself ?

মাওলানা মোঃ আবূ তাহের

এডুকেশন সেন্টার সিলেট কর্তৃক ১৯শে জানুয়ারী ২০১২ খ্রি.বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ই.সি.এস কনফারেন্স হলে আয়োজিত **'আপনার পরিচয় জানেন কী'** শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

আপনার পরিচয় জানেন কী?

Do you know yourself?

صفات المُؤمنين

প্রকাশকঃ

আব্দুছ ছবুর চৌধুরী
কো-অর্ডিনেটর
এডুকেশন সেন্টার সিলেট
পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোডের মোড়, সিলেট। ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫

প্রুফঃ আব্দুছ ছবুর চৌধুরী।
মোঃ বিলাল হোসেন।
মোছাঃ হোসনে আরা।
কম্পোজঃ মোঃ বিলাল হোসেন।

ই.সি.এস কম্পিউটার ল্যাব, সিলেট।
১ম প্রকাশঃ ২১শে জানুয়ারী /২০১২খ্রি.
প্রকাশ সংখ্যাঃ ২০০০(দুই হাজার)।
মূল্যঃ ১০/=(দশ)টাকা মাত্র।

গঠনমূলক সমালোচনায়ঃ ০১৭৫০৬৮৪০৪৯

প্রাক কথন:

হে মুমিন ভাই ও বোন!

ঈমান এর দিক থেকে আপনার ও আমার পরিচয় হলো মুমিন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা কি জন্ম সূত্রে, সমাজ সূত্রে ও জাতিসূত্রে মুমিন? না, আলকুরআনে বর্ণিত গুনাবলী সম্পন্ন মুমিন। আলকুরআনের আলোকে আমার, আপনার ঈমানী অবস্থান নিশ্চিত করনে আজকের এই আয়োজন। আজকের আলোচনায় আমরা আলকুরআনে বর্ণিত মুমিন এর পরিচয় জানব ইনশাআল্লাহ। এ জন্যে নিম্ন আয়াত গুলো আপনাদের জন্যে নির্ধারণ করেছি। এতে আমরা জানব

ক. ছহীহ তিলাওয়াত
খ. সরল অনুবাদ
গ. শাব্দিক বিশ্লেষণ
ঘ. আলোচিত আয়াতের শিক্ষা

আসুন! আমরা আলোচনায় প্রবেশ করি।

ছহীহ তিলাওয়াত:[১] আল্লাহ মুমিনের পরিচয় দিয়ে বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

সরল অনুবাদ: মু'মিনগন তো তারাই আল্লাহ্‌র কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের রবের উপর

১. আল কুরআন সহীহ ভাবে তিলাওয়াত করা আমাদের সবার প্রতি ফরয বা অপরিহার্য। আমাদের দারসে উল্লেখিত আয়াতগুলো শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত এর জন্য আপনাদের প্রতি আমার চারটি নছিহাত। ক. আমার ক্লাশে উপস্থিত থেকে শিখে নিন। খ. বক্তব্যের সিডি সংগ্রহ করে বার বার শ্রবণ করে আয়াত্ব করুন। গ. কোন বিজ্ঞ আলিম এর নিকট থেকে শিখে নিন। ঘ. সৌদি কোন শায়েখের তিলাওয়াতের সিডি থেকে উক্ত আয়াতগুলো শুদ্ধ করে নিন।

নির্ভর করে। তারা সালাত ক্বায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এসব লোকেরাই প্রকৃত মু'মিন। এদের জন্য এদের রবের নিকট রয়েছে নানান মর্যাদা, ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা।[২]

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

إِنَّمَا ই, নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। الْمُؤْمِنُونَ মু'মিনগন, বিশ্বাসীগন, الَّذِينَ তারা, যারা إِذَا যখন, ذُكِرَ আলোচনা করা হয়, وَجِلَتْ কেঁপে উঠে, قُلُوبُهُمْ তাদের অন্তর, تُلِيَتْ পঠিত হয়, عَلَيْهِمْ তাদের কাছে, آيَاتُهُ তাঁর আয়াত, زَادَتْهُمْ তাদের বৃদ্ধি করে, عَلَى رَبِّهِمْ তাদের রবের উপর, يَتَوَكَّلُونَ তারা নির্ভর করে, يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ সালাত ক্বায়েম করে, وَمِمَّا তাথেকে, رَزَقْنَاهُمْ আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, يُنْفِقُونَ তারা ব্যয় করে, أُولَئِكَ ওদের, এদের, هُمُ তারা, حَقًّا প্রকৃত, لَهُمْ دَرَجَاتٌতাদের জন্যে নানান মর্যাদা রয়েছে, عِنْدَ رَبِّهِمْ এদের রবের নিকট, وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা।

আয়াতের শিক্ষা: উল্লেখিত আয়াত সমূহের শিক্ষা নিম্নরূপ-

১. নেক আমলে মুমিনদের ঈমান বাড়ে।
২. কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করা।
৩. আল্লাহর কথায় মুমিনদের হৃদয় ভীত হয়।
৪. আল্লহর উপর ভরসা করা।
৫. নেক আমল করা।
৬. আল্লাহর রাস্তায় দান করা।
৭. মুমিনদের ঈমান অনুযায়ী জান্নাতে বিভিন্ন স্তর এর প্রমান।
৮. সম্মানজনক জীবিকা এর নিশ্চিতা প্রদান।

২. আল কুরআন সূরাহ্ আল-আনফাল: (৮). আয়াত: ২-৪।

পরিচয় নির্ধারণ:

যারা নেক আমল করে, কুরআন তিলাওয়াত করে ও দান করে এবং সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা হলো মুমিন।

ঈমান পরীক্ষা করা:

রোগীর রোগ নির্ণয়ের আধুনিক চিকিৎসা সামগ্রী রয়েছে যার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ঈমান পরিক্ষা করার জন্য কি কোন পদ্ধতি নেই। ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে না ভাল আছে তা পরীক্ষা করার জন্য নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। **যদি আপনাকে...**

১. ইসলামী কাজ করতে ভাল লাগে।

২. আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে ও নিষিদ্ধ কাজ করতে মনে সংকোচ লাগে। বিবেকে বাঁধা দেয়। অন্তর কেঁপে যায়। তাহলে বুঝতে হবে আপনার ঈমান তাজা আছে। **আর যদি...**

১. খারাপ কাজ করতে ভাল লাগে।

২. আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ (সা.) বিরোধী কাজে অন্তর ভয় পায় না।

তাহলে বুঝতে হবে আপনার ঈমান কমে গেছে।

ফলাফল: মুমিনের শেষ ফলাফল জান্নাত। আয়াতের শেষাংশ এর প্রমান।

ছহীহ তিলাওয়াত: আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

সরল অনুবাদ: মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী।[৩]

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

৩. আল কুরআন সূরাহ্ আল-হুজুরাত: (৪৯) আয়াত: ১৫।

آمَنُوا তারা ঈমান এনেছে, بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, ثُمَّ অতঃপর, لَمْ يَرْتَابُوا তারা সন্দেহ করে না, جَاهَدُوا তারা জিহাদ করে, بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে, فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর পথে, أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ তারাই সত্যবাদী।

আয়াতের শিক্ষা:

১. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনা।

২. ঈমানী বিষয়ে সন্দেহ না করা।

৩. জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা

৪. ঈমানদারগনই সত্যবাদী।

ঈমানের লক্ষণ:

- ঈমানী বিষয়ে সন্দেহ না থাকা।
- প্রয়োজনে জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করার মানসিকতা রাখা

ক্ষতিগ্রস্ত ঈমানের পরিচয়:

*** ঈমানী বিষয়ে সন্দেহ থাকা:**

যেমন এটা এখন চলবে না। এই আইনটা সংশোধন দরকার, ইত্যাদি।

*** ঈমানী বিষয় সন্দেহ করা ঈমান বাতিলের অন্যতম মাধ্যম।**

পরিচয় নির্ধারণ:

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, ইসলামী বিধানে কোন সন্দেহ রাখে না এবং আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত অহী ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত বিধান প্রতিরক্ষায় মাল ও জান দিতে সদা প্রস্তুত থাকে তারাই মুমিন।

ছহীহ তিলাওয়াত: আল্লাহ আরো বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

সরল অনুবাদ: যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহযোগিতা করেছে

তারাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা।[৪]

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

اٰوَوْا তারা আশ্রয় দিয়েছে, نَصَرُوْا তারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

আয়াতের শিক্ষা:

- প্রয়োজনে হিজরত করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা।
- অসহায় মুমিনদের সাধ্যমত বাসস্থান এর ব্যবস্থা করা।
- অসহায় মুমিনদেরকে সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করা।

পরিচয় নির্ধারণ:

যে প্রয়োজনে হিজরত করে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে, অন্য মুমিনের মানবীয় প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা করে সে প্রকৃত মুমিন।

ছহীহ তিলাওয়াত: আল্লাহ আরো বলেন,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

সরল অনুবাদ: রাসূল (সা.) তার রবের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রাসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'।[৫]

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

آمَنَ الرَّسُولُ রাসূল (সা.) ঈমান এনেছে, بِمَا যা, أُنْزِلَ إِلَيْهِ তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, مِنْ رَبِّهِ তার রবের পক্ষ হতে, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ আমরা রাসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না', سَمِعْنَا

৪. আল কুরআন সূরাহ্ আল-আনফাল: (৮) আয়াত: ৭৪।
৫. আল কুরআন সূরাহ্ বাকারাহ: (২) আয়াত: ২৮৫।

'আমরা শুনেছি, أَطَعْنَا মেনে নিয়েছি, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে।

আয়াতের শিক্ষা: উপরোক্ত আয়াত থেকে নিম্ন শিক্ষা পাওয়া যায়:

- রাসূল নিজ রায় অনুযায়ী চলতেন না।
- আল্লাহর উপর ঈমান আনা।
- ফেরেস্তাদের উপর ঈমান আনা।
- কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনা।
- রাসূলদের উপর ঈমান আনা।

পরিচয় নির্ধারণ:

যে আল্লাহর উপর, ফেরেস্তাদের উপর, কিতাব সমূহের ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনে এবং ইসলামের বিধান শোনার সাথেই আমল করে সে মুমিন।

ছহীহ তিলাওয়াত: আল্লাহ আরো বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

সরল অনুবাদ: মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত ক্বায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতি অচিরে আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান। মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারীর জন্য আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন জান্নাতের যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, আর চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসগৃহের; আর সবচেয়ে বড় (যা তারা লাভ করবে তা) হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই হল বিরাট সাফল্য।[৬]

৬. আল কুরআন সূরাহ্ তাওবাহ: (৯) আয়াত: ৭১-৭২।

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

بَعْضُهُمْ পরস্পর, أَوْلِيَاءُ বন্ধু, يَأْمُرُونَ তারা নির্দেশ দেয়, بِالْمَعْرُوفِ সৎকাজের, يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তারা অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ তারা সালাত ক্বায়েম করে, يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ তারা যাকাত দেয়, يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ আল্লাহ অচিরেই তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন, عَزِيزٌ প্রবল পরাক্রান্ত, حَكِيمٌ মহা প্রজ্ঞাবান, وَعَدَ اللَّهُ আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন, مَسَاكِنَ طَيِّبَةً উত্তম বাসগৃহসমূহ, فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, رِضْوَانٌ সন্তুষ্টি, أَكْبَرُ সবচেয়ে বড়, الْفَوْزُ الْعَظِيمُ বিরাট সাফল্য।

শিক্ষাঃ আলোচিত আয়াতের শিক্ষা এইঃ

* মুমিনদের পারস্পারিক সম্পর্ক।
* মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।

মুমিন নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুমিন নারী ও পুরুষের ৫টি দায়িত্ব ও কর্তব্য। যথা:

১. সৎকাজের নির্দেশ দিবে।
২. অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে।
৩. সালাত ক্বায়িম করবে।
৪. যাকাত দিবে।
৫. জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।

দুনিয়া ও আখেরাতের সুখময় জীবনের নিশ্চয়তা:

উপরোক্ত কাজ করলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে সুখময় জীবন দান করবেন। কারণ, আল্লাহ উল্লেখ করেছেন: أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

তাদের প্রতি অচিরে আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন।

আর আখেরাতের সুখময় জীবন সম্পর্কে আল্লাহ মুমিনদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

পরিচয় নির্ধারণ:

যে সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে, সালাত ক্বায়েম করবে, যাকাত দিবে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে মুমিন।

ছহীহ তিলাওয়াত: আল্লাহ সফল মুমিনের পরিচয় সম্পর্কে বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

সরল অনুবাদ: মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে। যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে। নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত, কারণ এ ক্ষেত্রে তারা নিন্দা থেকে মুক্ত। এদের অতিরিক্ত যারা কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা পূর্ণ করে। আর যারা নিজেদের (৫ ওয়াক্ত) সালাতসমূহ (নির্দিষ্ট সময়ে জামা'আতবদ্ধ হয়ে আদায় করার) ব্যাপারে যত্নবান। তারাই হল উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।[৭]

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

قَدْ أَفْلَحَ সফলকাম হয়েছে, خَاشِعُونَ বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে, عَنِ اللَّغْوِ অসার কথাবার্তা হতে, لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে, مُعْرِضُونَ এড়িয়ে চলে, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ - নিজেদের স্ত্রী ব্যতীত, مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ মালিকানাভুক্ত দাসী, এটি বর্তমান প্রচলিত কাজের মেয়ে নয়। যুদ্ধে প্রাপ্ত অমুসলিম নারী, لِأَمَانَاتِهِمْ নিজেদের আমানাত, وَعَهْدِهِمْ নিজেদের

৭. আল কুরআন সূরাহ মুমিনুন: (২৩) আয়াত: ১-১১।

ওয়াদা, راعون পূর্ণ করে, يحافظون যত্নবান, তারা হেফাযত করে, أولئك هم الوارثون তারাই হল উত্তরাধিকারী, يرثون তারা উত্তরাধিকার লাভ করবে, هم فيها خالدون তারা চিরস্থায়ী হবে।

শিক্ষা:

আলোচ্য আয়াতসমূহে জান্নাতী মুমিনদের সাতটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

১. সালাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করা।
২. অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলা।
৩. যাকাত প্রদান করা।
৪. যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করা।
৫. আমানত রক্ষা করা।
৬. ওয়াদা পূর্ণ করা।
৭. সালাত আদায়ে যত্নবান।

হে আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত গুনাবলী অর্জণ করার তাওফীক দিন।

পরিচয় নির্ধারণ:

যে সলাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে, অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে, যাকাত প্রদান করে, যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে, আমানত রক্ষা করে, ওয়াদা পূর্ণ করে ও ছলাত আদায়ে যত্নবান হয় সে মুমিন।

সারকথা:

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও অনুরূপ আয়াত এবং হাদীস দ্বারা আমার ও আপনার পরিচয় হলো নিম্নরূপ:

আমরা[৮]

১. এক মাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করি।
২. মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করি। অন্যান্য নবী রাসূলগন সত্য তা ও বিশ্বাস করি।
৩. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করি।
৪. আল কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করি।
৫. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করি।

৮. প্রতিটি ক্রমিক নং পড়ার পূর্বে 'আমরা' যোগ করে পড়তে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এভাবে মুখস্থ করাবেন। এগুলো ঈমানের ৭৭ টি শাখার নির্যাস।

৬. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করি।
৭. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস করি।
৮. হাশরের ময়দানের প্রতি বিশ্বাস করি।
৯. মুমিনের আবাসস্থল জান্নাত আর কাফিরের আবাসস্থল জাহান্নাম এর প্রতি বিশ্বাস করি।
১০. আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা রাখি।
১১. মনে সদা আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত রাখি।
১২. আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা রাখি।
১৩. আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা অবলম্বন করি।
১৪. রাসূলুল্লাহর (সা.)-কে ভালবাসি।
১৫. রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শ্রদ্ধা করি ও তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত সহযোগিতা করি
১৬. মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল থাকতে চাই।
১৭. জ্ঞান অর্জন করি।
১৮. শিক্ষার প্রসার চাই।
১৯. কুরআন মাজীদের সম্মান করি।
২০. ইসলামী নীতিতে পবিত্রতা বিশ্বাস করি ও আমল করি।
২১. সালাত (নামাজ) আদায় করি।
২২. যাকাত দেই।
২৩. সিয়াম (রোযা) রাখি।
২৪. রামাদ্বান মাসের শেষ দশকে জামে মসজিদে ই'তিকাফ করি।
২৫. সামর্থ থাকলে হাজ্জ করি।
২৬. ইসলামী বিধানে জিহাদ রয়েছে তা বিশ্বাস করি।
২৭. আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়াকে গৌবর বলে বিশ্বাস করি।
২৮. শত্রুর মুকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকার বিধানে বিশ্বাস করি।
২৯. গনিমাতের এক পঞ্চমাংশ অসহায় মুসলিম মানবতার প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করি।
৩০. দাসত্ব মোচন এ বিশ্বাস করি।
৩১. ইসলামী কাফ্‌ফারা আইনে বিশ্বাস করি।
৩২. চুক্তি পূর্ণ করতে বিশ্বাস করি।
৩৩. আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা করি।
৩৪. ভাষা প্রয়োগে ইসলামী আইন মেনে চলি।
৩৫. আমানাত (গচ্ছিত বস্তু) যথাযথ রক্ষা করি।

৩৬. মানুষ হত্যা করি না ।
৩৭. লজ্জাস্থানের হিফাযত করি ।
৩৮. অন্যায়ভাবে সম্পদ ভোগ দখল করি না ।
৩৯. হারাম খাদ্য ও পানীয় বর্জন করি ।
৪০. পোশাক ও সাজসজ্জা গ্রহনে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বাস করি ।
৪১. ইসলামে নিষিদ্ধ খেলাধুলা বর্জন করি ।
৪২. ইসলামী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি ।
৪৩. হিংসা-বিদ্বেষ করি না ।
৪৪. কাউকে অপবাদ দেয়া বা হেয় করি না ।
৪৫. ইখলাস বা জীবনের সকল কাজ আল্লাহর নীতিমালা মোতাবেক তার সন্তুটির জন্যে করি ।
৪৬. সৎ কাজে আনন্দ ও অসৎ কাজে মর্মপীড়া অনুভব করি ।
৪৭. নিয়মিত ইসলামী বিধানে তাওবা করি ।
৪৮. আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানী ও আত্মত্যাগ করি ।
৪৯. জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্য করি ।
৫০. ঈমানী জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করি ও পৃথিবীর সকল মুসলিমদেরকে একই দল মনে করি ।
৫১. আদল ইনসাফের সাথে বিচার ফায়সালা করি ।
৫২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করি ।
৫৩. সৎ কাজে পরস্পর সহযোগিতা করি ।
৫৪. লজ্জাশীলতায় বিশ্বাস করি ।
৫৫. মা-বাপের সাথে সদাচরণ করি ।
৫৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি ।
৫৭. ইসলাম স্বীকৃত চরিত্রে বিশ্বাসী ।
৫৮. আমি যা খাই ও পরিধান করি কাজের লোককে তাই দেই এবং অধীনস্থদের মানবীয় মান যথাযথ আদায় করি ।
৫৯. যথাযথ শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও নিষ্ঠার সাথে কর্ম জীবনের দায়িত্ব পালন করি ।
৬০. স্ত্রী ও সন্তানদের অধিকার রক্ষা করি ।
৬১. অপর মুসলিমকে অখন্ডিতদেহ মনে করি ।
৬২. সালামের জবাব দেই ।
৬৩. অসুস্থ মানবতার চিকিৎসা ও তাদের পরিবারের আর্থিক উন্নয়নকে নিজ দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করি ।
৬৪. মুসলিম ভাই ও বোনের জানাযাও দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করি ।

৬৫. হাঁচিদাতার কল্যানের জন্যে হাঁচির জবাবে দুআ পাঠ করি ।
৬৬. কাফির - মুশরিকদের সাথে ঈমানী বন্ধুত্ব রাখি না ।
৬৭. প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করি ।
৬৮. সাধ্যমত অতিথি আপ্যায়ন বা মেহমানদারী করি ।
৬৯. অপর মুসলিমের আত্মমর্যাদা সংরক্ষনে তার দোষ গোপন রাখি ।
৭০. বিপদাপদে সবর করি ।
৭১. দুনিয়ার মোহমুক্ত ও পরিমিত আশা রাখি ও আখেরাতকে প্রাধ্যান্য দেই ।
৭২. ইসলামে বৈধ বিষয়াবলী গ্রহণ ও অবৈধ বিষয়াবলী পরিত্যাগের মাধ্যমে আত্মসম্মান গড়ে তুলি ।
৭৩. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্ত পরিহার করি ।
৭৪. সুখ ও দ:খে দান করি এবং কৃপণতা বর্জন করি ।
৭৫. ছোটদের স্নেহ ও বড়োদের সম্মান করি ।
৭৬. ফাটল নয়, ইসলামী নীতিমালায় পরস্পর বিবাদ সংশোধন এর সর্বোচ্চ চেষ্টা করি ।
৭৭. নিজের জীবনের জন্যে যা পছন্দ অপরের সুখ স্বাচ্ছন্ন জীবনের জন্য তাই পছন্দ করি ।

অতএব, আমরা উপরোক্ত বিষয়াবলী অন্তর রাজ্যে লালন করি তাই আমরা বিশ্বাসী । ইসলামী পরিভাষায় মুমিন । এরূপ বিশ্বাসের ইসলামী নাম ঈমান ।

আমরা উপরোক্ত বিষয়াবলী আমাদের বাহির রাজ্যে প্রতিফলন ঘটাতে চাই । আমলে আনতে চাই । বিশ্বাসটাকে প্রাকটিক্যাল-বাস্তবতায় দেখাতে চাই । তাই সকল দিক থেকে আদর্শিক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঐসবের যথাযথ অনুশীলনের জন্যে আনুগত্যের জন্যে আত্মসমাপর্ণ করলাম । এখন আমরা আত্মসমাপর্ণকারী । ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম ।

এরূপ নিঃশর্ত অনুসরনীয় জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম । এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' । বল- 'তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, 'আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি', এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ

করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর তাহলে তোমাদের কৃতকর্মের কিছুই কমতি করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৯]

আলকুরআনে মুমিন ও মুসলিমকে কখন ও একই অর্থে ও দেখা যায়। এরশাদ হচ্ছে:

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

সেখানে যারা মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে বের করে এনেছিলাম, আমি সেখানে মুসলিমদের একটি পরিবার ছাড়া আর পাইনি।[১০]

হে ভাইটি আমার!

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সত্যই কি আমরা পূর্ণ মুমিন ও মুসলিম হতে পেরেছি? আমার পরিচয়ের সাথে বাস্তবতা আছে কী? অসুস্থ মানবতার চিকিৎসা ও তাদের পরিবারের আর্থিক উন্নয়নকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে কোন কাজ করি কী? আমি যা খাই ও পরিধান করি কাজের লোকদেরকে তাই দেই কী? অধীনস্থ মানবমন্ডলীর মানবীয় মান যথাযথ আদায় করি কী? ঈমানী কাজ মনে করে কর্ম জীবনের দায়িত্ব পালন করি কী? নিজের জীবনের জন্যে যা পছন্দ অপরের সুখ স্বাচ্ছন্ন জীবনের জন্য তাই পছন্দ করি কী? মাযহাবী গোড়ামী ও সাংঠনিক সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে ঈমানী ভালবাসার ভিত্তিতে বিশ্ব

মুসলিমকে ভালবাসী কী? পৃথিবীর সকল মুসলিকে অখন্ডিতদেহ মনে করি কী? ঈমানীদাবী মাফিক অমুসলিমদের সথে সম্পর্ক বর্জন ও তাদের আদর্শ পরিত্যাগ করেছি কী? এভাবে নিজেকে যাচাই করুণ। আর প্রকৃত মুমিন হওয়ার চেষ্টা করুণ।

সমাপনীঃ মুমিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ৮৯টি আয়াতে ইয়া আয়্যুহাল লাযিনা আমানু -হে মুমিনগন ! বলে সম্বোধন করেছেন। আয়াত গুলো হলো এইঃ

সুরাহ	সংখ্যা	আয়াত সূচী
বাকারাহ	১১ বার	১০৪, ১৫৩, ১৭২, ১৭৮, ১৮৩, ২০৮, ২৫৪, ২৬৪, ২৬৭, ২৭৮, ২৮২
আলু ইমরান	৭	১০০, ১০২, ১১৮, ১৩০, ১৪৯, ১৫৬, ২০০

৯. আল কুরআন সূরাহ্ হুজুরাত: (৪৯) আয়াত: ১৪।
১০. আল কুরআন সূরাহ্ জারিয়াত: (৫১) আয়াত: ৩৬-৩৭।

আন-নিসা	৯	১৯, ২৯, ৪৩, ৫৯, ৭১, ৯৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৪
আল মায়িদাহ	১৬	১, ২, ৬, ৮, ১১, ৩৫, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৮৭, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০৫, ১০৬
আনফাল	৬	১৫, ২০, ২৪, ২৭, ২৯, ৪৫
তাওবা	৬	২৩, ২৮, ৩৪, ৩৮, ১১৯, ১২৩
হজ্জ	১	৭৭
নূর	৩	২১, ২৭, ৫৮
আহযাব	৭	৯, ৪১, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৬৯, ৭০
মুহাম্মাদ	২	৭, ৩৩
হুজরাতহ	৫	১, ২, ৬, ১১, ১২
হাদীদ	১	২৮
মুজাদিলাহ	৩	৯, ১১, ১২
হাশর	১	১৮
মুমতাহিনাহ	৩	১, ১০, ১৩
ছফ	৩	২, ১০, ১৪
জুমুআহ	১	৯
মুনাফিকুন	১	৯
তাগাবুন	১	১৪
তাহরীম	২	৬, ৮

উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ্ ঈমানদারকে আহবান করেছেন। তাই এতে শামিল রয়েছেনঃ◆ ঈমানদার আলেম-উলামা ◆ ঈমানদার শিক্ষিত জনগোষ্ঠি ◆ ঈমানদার নারী-পুরুষ ◆ ঈমানদার সকল পেশা ও শ্রেণীর মানব জাতি।

হে ঈমানদার ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ যে আমাদেরকে অত্যন্ত আদর করে হে ঈমানদারগন! বলে আহবান করলেন। আমরা কি সত্যিই জানি উপরোক্ত আহবানে আল্লাহ আমাদেরকে কি কি করতে বলেছেন? আর কি কি করতে নিষেধ করেছেন? আপনার উত্তর যদি 'হাঁ' হয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি 'না' হয় তাহলে আর দেরী নয়। এখনই জানার জন্যে নিজ অন্তরে আকুল আবেদন সৃষ্টি করুন। কারণ, এটি তো আসমান, যমিনের স্রষ্টা আল্লাহর আহবান। তিনিই আপনাকে দয়া করে সুন্দর চেহারা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠায়েছেন। এই তো.. আপনি তাঁর কাছেই চলে যাবেন। আপনার অঢেল

সম্পদ, উচ্চ পদ মর্যাদা, দুনিয়া কাঁপানো ক্ষমতা কোন কাজে আসবে না। যাদের জন্যে এত কষ্ট করে উপার্জন করছেন সেই আদরের হৃদয়ের টুকরো ছেলে-মেয়ে, প্রেমাময় জীবনের অবিচ্ছেদ্য সাথী, শ্রদ্ধাভাজন বাবা-মা ও বংশীয় আত্মীয় স্বজন কেউ আপনাকে সেই অনন্ত পথের যাত্রা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। সাদা কাপড়ের কাফনে সাজায়ে পাঠায়ে দিবেন কবরের জগতে। সেখানে যথাযথ বিভাগ আপনার কাছ থেকে বুঝিয়ে নিবেন। আপনি আল্লাহর আহবানের সাড়া দিয়েছিলেন কী না? সে দিন যদি আপনি মহা বিপদে পড়েন তাহলে উপায় কী? সেখান থেকে ফিরে আসতে পারবেন? অবশ্যই নয়। তাই আসুন! আমরা এ গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর আহবানকৃত আয়াতগুলো জানার চেষ্টা করি। আপনাদেরকে সহজে জানানোর জন্যে আমরা উপরোক্ত আয়াতগুলো নিয়ে **"মুমিনদের প্রতি আল্লাহর আহবান"** শীর্ষক সার্টিফিকেট কোর্স এর আয়োজন করেছি। আসুন! আমরা কোর্সটি করার চেষ্টা করি। উক্ত কোর্স ক্লাসে সবাইকে আসা অথবা লেকচার সিট সংগ্রহের আহবান জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلاّ أنت ، أستغفرك وأتوب إليك

এতে রয়েছে

- আপনার পরিচয় কী? এমর্মে ২০টি আয়াতের দারস।
- হে মুমিনগন! সম্বোলিত ৮৯টি আয়াতের সূচীপত্র।
- সাধারণ মুমিন, প্রকৃত মুমিন ও জান্নাতুল ফিরদাউস লাভকারী মুমিন এর পরিচয়।
- ঈমানের ৭৭টি শাখা ও সে আলোকে আমাদের পরিচয়।
- নিজের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতি।
- "মুমিনদের প্রতি আল্লাহর আহবান" শীর্ষক সার্টিফিকেট কোর্স-এ অংশগ্রহনের উদাত্ত আহবান।